বনফুল রচিত

আরোহী

তপন সিংহ পরিচালিত/অসীম পাল প্রযোজিত

আরোহী

কাহিনী :
বনফুল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
তপন সিংহ
প্রযোজনা :
অসীম পাল

অভিনয়ে : কালী ব্যানার্জী ◦ বিকাশ রায় ◦ দিলীপ রায় ◦ জহর রায় ◦ রবি ঘোষ দেবী নিয়োগী ◦ রসরাজ চক্রবর্তী ◦ শ্যাম লাহা ◦ সুখেন দাস ◦ খগেশ চক্রবর্তী প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ◦ খগেন পাঠক ◦ তপন ভট্টাচার্য্য ◦ প্রদীপ বসু ◦ সাধন সেনগুপ্ত গুপী ব্যানার্জী ◦ সন্দীপ রায় ◦ জহর ভট্টাচার্য্য ◦ মিঃ জাডিন ◦ সতু মজুমদার ◦ রথীন ঘোষ ◦ সত্য চক্রবর্তী ◦ শিপ্রা দেবী ◦ ছায়া দেবী ◦ নূপুর গোস্বামী ◦ অঞ্জলি বিশ্বাস বিপাশা গোস্বামী ◦ দীপু দত্ত ◦ অজন্তা কর এবং দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত ও অজয় গাঙ্গুলী

: কলা-কুশলী :

সংগীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পী : বিমল মুখার্জী। শিল্প-নির্দেশক : সুনীতি মিত্র। সম্পাদক : সুবোধ রায়। শব্দযন্ত্রী : অতুল চ্যাটার্জী (অন্তঃ দৃশ্য)। দেবেশ ঘোষ (বহিঃ দৃশ্য)। সংগীতগ্রহণ ও পুনঃ-শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। ব্যবস্থাপনা : শান্তি শেখর চৌধুরী। কর্ম-সচীব : রতন চক্রবর্তী। সাজ-সজ্জা : যতীন কুণ্ডু। স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ। পরিচয় লিখন : নিতাই বোস। পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। প্রচার সচিব : বি, ঝা।

: সহকারী কলা-কুশলী :

সহকারী পরিচালনা : বলাই সেন ◦ শ্যামল চক্রবর্তী ◦ পলাশ ব্যানার্জী ও উজ্জ্বল মিশ্র। সংগীত : সমরেশ রায়। চিত্র-শিল্পে : দীপক দাস ◦ অমূল্য দত্ত ◦ ক্ষেত্র লস্কা। শিল্প-নির্দেশনায় : বুদ্ধদেব বোস। সম্পাদনায় : নিমাই রায়। শব্দ-যন্ত্রী : রথীন ঘোষ। পুনঃ-শব্দযোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী। রূপসজ্জা : শম্ভুদাস ◦ তারাপদ পাইন। ব্যবস্থাপনা : গৌর দাস ◦ বনমালী পাণ্ডে। আলোক-সম্পাতে : দুলাল শীল নিতাই শীল ◦ শম্ভু ব্যানার্জী ◦ জগু সিং ◦ হরিপদ হাইত ◦ শৈলেন দত্ত।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রী পি, ডি, জালান (ঝালদা)। শ্রীরাজেন্দ্র সিং বহেল (ঝালদা)। শ্রীরাজা সাহেব (ঝালদা)। শ্রীশ্যামসুন্দর নারনোলিয়া (ঝালদা)। শ্রীপ্রহ্লাদরায় শর্মা (ঝালদা)। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে। মেসার্স হস্‌পিটাল এপ্লায়েন্সেস। সুরেশ কিরণ ফার্মেসী। চন্দ্রকুমার ষ্টোর্স। শ্রীখোকন পাল (ঝালদা)। কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গ (মহীষদল)। কমিশনার্স ফর দি পোর্ট অফ ক্যালকাটা। মেসার্স ইণ্ডিয়া ষ্টীমশীপ কোং লিঃ। নিউ জগধাত্রী ফ্যাক্টরী।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত

গান—দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত : "বঙ্গ আমার জননী আমার" "তোমারেই ভালবেসেছি"
মদন ফকির রচিত : "ওরে নিঠুর গরজী"

একমাত্র পরিবেশক : **গোল্ডউইন পিকচার্স।**

কাহিনী

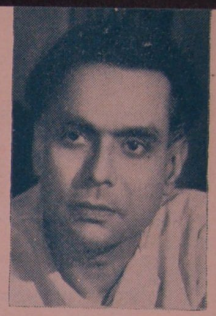

অর্জুন মণ্ডল জাতে জেলে। নদীতে মাছ ধরে আর সে মাছ বাজারে বিক্রী করে। বাড়ীতে তার ন'দশ বছরের মেয়ে কুসুম। একদিন বাজারে জমিদারের পেয়াদারা জমিদারের দাবীতে অর্জুনের মাছ কেড়ে নিতে চাইলো। অর্জুন বাধা দিলো—ছুটে গেল ডাক্তারবাবুর কাছে। অভিযোগ করলো জমিদারের বিরুদ্ধে। যাই হোক ডাক্তারবাবুর মধ্যস্থতায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের হাত থেকে রেহাই পেলো অর্জুন। অর্জুন নিজের চোখে জমিদারের কাছে ডাক্তারবাবুর খাতির দেখলো। মন দিয়ে অনুভব করলো—লেখাপড়া না শিখলে মানুষ ব'লে কোন রকম সম্মান কোন রকম মর্যাদা কারও কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তাই অনেক ভাবনা চিন্তার পর সে ঠিক করলো, সে লেখাপড়া শিখবে। অর্জুনের নিজের ভাষায়, তার বয়েস তখন দু'কুড়ি। অর্জুন ডাক্তারবাবুর কাছে গেলো তার সঙ্কল্পের কথা জানাতে। বাস্তববাদী ডাক্তারবাবু প্রথমে অর্জুনকে বাধা দিলেন—কিন্তু অর্জুনের আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত মত দিতে বাধ্য হলেন। ডাক্তারবাবুর ছ'বছরের ছেলে বলাই-এর কাছে অর্জুন হাতে খড়ি নিলো। ভোররাত্রে উঠে অর্জুন মাঠে যায়—মাঠের কাজ করে, তারপর সূর্য্যোদয়ের সংগে সংগে বাড়ী ফিরে পড়তে বসে। দিনের পর দিন এগিয়ে যায়—আর অর্জুনও দিনে দিনে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ করতে করতে 'এলিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড', 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস'-এ এগিয়ে

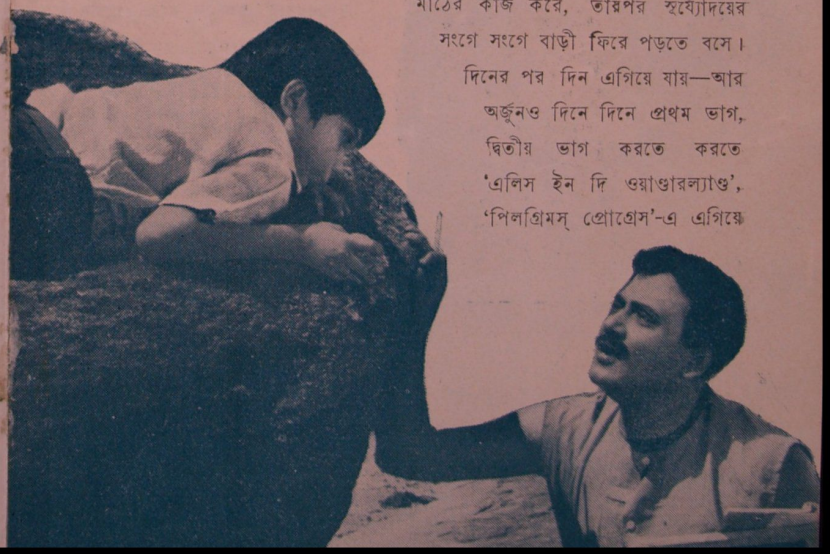

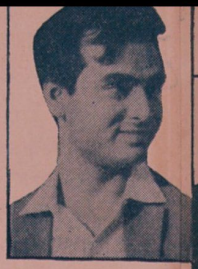

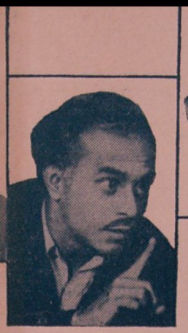

চলে। যে অর্জুন মণ্ডল-এর একদিন সময় কাটতো মাছ ধ'রে ধ'রে আজ তার সময় কাটে বই-এর পাতায় পাতায়। সবার অলক্ষ্যে কোনদিন অর্জুন, অর্জুন মণ্ডল হ'তে—মণ্ডলমশায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালে সে এপ্রিন্টিস্ ড্রেসার হিসেবে কাজ করে, কিন্তু প্রতাপ-প্রতিপত্তি তার অনেকের চেয়ে বেশী। কারণ সে সৎ, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী। চেহারায় যেমন অর্জুনের পরিবর্ত্তন ঘটেছে—মণ্ডল থেকে যেমন মণ্ডলমশায় হয়েছে—তেমনি বিচিত্র তার এক জীবনদর্শন গ'ড়ে উঠেছে। ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়েরা মাঠে ঘুরে বেড়ায় ব'লে অর্জুন ষ্টেশন মাষ্টারকে ধমকে আসে—মেয়েদের স্থান মাঠে নয়—অন্দরে। পরীক্ষায় ছেলে ফেল ক'রেছে ব'লে হেড মাষ্টারকে ব'লে আসে কেরোসিন দিয়ে স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিন। নিজের পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষককে উল্টে প্রশ্ন করে—তার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় জানতে চায়। তার এই বিচিত্র স্বভাবের জন্যে সে প্রতিটি পদক্ষেপে হোঁচট খায়—জীবন-যুদ্ধের সর্বত্র হেরে যায়। ড্রেসারের পরীক্ষায় অর্জুন পাশ করতে না পারলেও ডাক্তারবাবুর কাছে সে কম্পাউণ্ডারী শেখে।

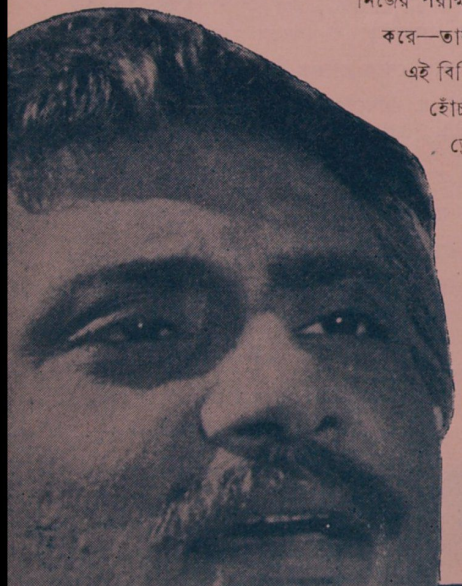

এইভাবে দিন এগিয়ে চলে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু একদিন মারা গেলেন। ডাক্তারবাবুর ছেলে বলাই তখন ডাক্তারী পড়ে। ডাক্তারবাবুর মৃত্যুতে সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেলো। বলাই বলল, সে আর পড়বে না—চাকরী করবে। অনেক আলোচনার পর বলাই আবার কলকাতা গেলো ডাক্তারী পড়তে। অর্জুন ডাক্তার-বাবুর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলো। একদিন বলাই ডাক্তার হলো—অর্জুন নিজে মেয়ে পছন্দ ক'রে বলাই-এর বিয়ে দিলো। অর্জুন নিজের জীবনযুদ্ধে সব জায়গাতেই হেরে গেছে—সর্ব্বত্রই পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছে। তার অনেক দিনের ইচ্ছা বলাই বড় হবে, সে ডাক্তার হবে—তার বিয়ে দিয়ে তার বউ নিয়ে আসবে—সে বিলেত যাবে। তাই অর্জুন বলাইকে ধ'রে বসলো—তুমি বিলেত যাও। কিন্তু বলাই-এর বিলেত যাবার সংস্থান কোথায়? তাই অর্জুন তার সারা জীবনের সব সঞ্চয় নিয়ে এগিয়ে এলো বলাই-এর সামনে। বলাইকে সে বিলেত পাঠাবেই। জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে বলাইকে বিলেত পাঠিয়ে নিজের জীবনের অপূর্ণতাকে পূর্ণতার রূপ দিতে চায়।

শেষ পর্য্যন্ত বলাই বিলেত গেল। অর্জুন নিজের জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে হেরে হেরে—বলাইকে বিলেত পাঠিয়ে জীবনের শেষ যুদ্ধে জিতে গেল। অর্জুন স্বার্থক হলো।

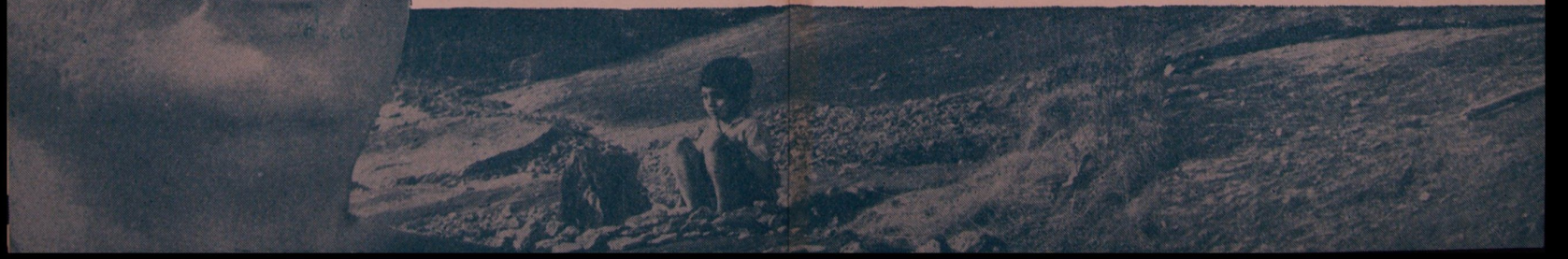

সংগীত

(১)

দোলন চাঁপার শাখে
দোলনা বেঁধে দুলিব,
মোরা দুলিব দুজনে মিলে ;
দুটি মরাল সম দোঁহে
সাঁতার দেব
নীল শালুকের ঝিলে।
জোছনায় বনতরুতলে
রচিব শয়ন ফুলদলে—
রাতের পাখীর মত
ঘুমাবো দোঁহে—
মধুর স্বপন বিলাসে।
পরদেশী কোথা যাও
থামো গো হেথা
পলাশ বনের পাশে।

(২)

ওরে নিঠুর গরজী
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে।
দেখনা আমার পরম গুরু সাঁই
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড—
তাই ভরসা দণ্ড—
এর আছে কোন্ উপায়
রে গরজী
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে।
কয় যে মদন
শোন নিবেদন
দিসনে বেদন
গুরুর মনে—
সহজ ধারা
আপন হারা
ও তার বাণী শুনে
রে গরজী।
তুই··· ··· ···· ···সবুর বিহনে।

(৩)

তোমারেই ভালবেসেছি আমি
তোমারেই ভালবাসিব
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।
মিলনে করিব তব
চিত্ত বিনোদন।
তোমারই মিলন-গীতি গাহিয়া।
বিরহে মলিন মুখে শূন্য নয়নে দুঃখে
রহিব তোমারই পথ চাহিয়া।
মেলেছি নয়ন তব
জ্যোৎস্নার জাগরণে
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারই,
তোমারই কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।

DEVANAND
MADHUBALA
in

BLACK & WHITE MOVIES'

SHARABI

DIRECTION- RAJ RISHI • MUSIC- MADAN MOHAN

গোল্ডউইন পিকচার্স : ১ চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা ১ হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।